বাংলাদেশের ট্রেনিং সেণ্টার

২

জাকারিয়া স্বপন

এটি আমাদের একটি নতুন বিভাগ। এই বিভাগে বাংলাদেশের কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে। দেশে অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টার হয়েছে এবং হচ্ছে। এমন ট্রেনিং সেন্টারও বিরল নয় যাদের নিজেদেরই হয়তো পর্যাপ্ত ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। দায়সারা গোছের ট্রেনিং সেন্টার বিভ্রান্ত করছে আমাদের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের। এর মাঝেও গড়ে উঠেছে কিছু মান সম্পন্ন ট্রেনিং সেন্টার যারা নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত হয়তো মুখোমুখি হচ্ছেন নানা রকম প্রতিকূলতা ও সমস্যার। আমরা এই বিভাগটিতে তাদের কাছ থেকে সে ধরনের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য প্রতিকারের বিষয়ে মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কমপিউটার হরাইজন

কমপিউটার হরাইজন বাংলাদেশের কমপিউটার জগতে এক নতুন মাত্রা। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সফটওয়্যার তৈরী করা এবং দেশে ট্রেনিং-এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

এ প্রতিষ্ঠানটির সবচে বড় যে বৈশিষ্ট্য তা হলো এটা পরিচালনায় রয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রতিভাবান কয়েকজন ছাত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা এ প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে থাকেন। সাধারন মানুষকে কমপিউটারের উপর শিক্ষিত করে তুলতে এদের যোগ্যতা লক্ষ্যনীয়ভাবে তুলনাহীন। এদের প্রত্যেকের রয়েছে কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং এর উপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। যে কোন বিষয়ের উপর এদের গভীরতা এদের উচু মানের স্বাক্ষর বহন করে।

এরা যে কোর্সগুলো দিয়ে থাকে সেগুলো হলো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ যেমন – এসেম্বলী 8086 সিরিজ, পেসক্যাল, সি, সি + +, ফরট্রান, বেসিক, ডিবেস; বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রসেসিং ও স্প্রেডশীট। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাডের উপরও এদের কোর্স রয়েছে। ডাটা স্ট্রাকচার এণ্ড কমপিউটার এলগরিদম –এর উপর এরা একটি সর্ট কোর্স দিয়ে থাকে।

কোর্সগুলোর সময় ৪ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতি সপ্তাহে তিনটি ক্লাস, প্রতিটি ক্লাস দুঘন্টার। পুরো সময়টাতেই কমপিউটার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এরা প্রতিব্যাচে তিনজন এবং প্রত্যেককে একটি কমপিউটার দিয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও এদের এখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

সফটওয়্যারের কপিরাইট সিস্টেমের উপর সরকারি স্পষ্ট নীতিমালার দাবী জানিয়েছে হরাইজন। অবশ্য হরাইজন নিজেদের তৈরী সফটওয়্যার কপি প্রটেক্টেড করে দেয়।

কমপিউটার হরাইজনের বর্তমান পরিচালক মোঃ সাজিদ রেজা (সুমন) বলেছেন – "মাসিক কমপিউটার জগৎ" প্রস্তাবিত global standard test –এর ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই চালু করা প্রয়োজন। তাতে করে দেশে একটি আদর্শমান তৈরী হবে। উল্লেখ্য, কমপিউটার জগৎ প্রস্তাব রেখেছে - SAT, GRE, TOEFL-এর মতো একটি ফি দিয়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহন করবে বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা। উক্ত পরীক্ষার সার্টিফিকেটই হবে আদর্শ মান। বিসিসি বা শিক্ষামন্ত্রালয় বছরে দুবার এ পরীক্ষার আয়োজন করতে পারে।

মিঃ সাজিদ রেজা আরো বলেন, দেশে সফটওয়্যার তৈরীর জন্য কোনও টেণ্ডার দেবার প্রচলন নেই। তাই দেশে কোনও প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরী হচ্ছে না। এবং সফটওয়্যারের মানও বাড়ছে না।

মিলগাঁও তালতলা সুপার মার্কেটে অবস্থিত কমপিউটার হরাইজনের ছোট প্রতিষ্ঠানটি একদিন দেশের একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের কিছু ছাত্রছাত্রীর ক্ষুদ্র এ প্রয়াস সকলের দৃষ্টি কাড়বে এটাই আশা করছি। নিজস্ব ক্ষুদ্র পুঁজি নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাদের এ যাত্রা দেশে নতুন চেতনা তৈরী করবে, দেশে কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে। এটাই আমাদের কামনা।

স্টারট্রেক কমপিউটারস

এ ট্রেনিং সেন্টারটির জন্ম '৯১ এর মে মাসে। মুটামুটি নতুন হলেও তারা ইতিমধ্যেই বেশ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। সবচে বড় যে বৈশিষ্ট্য এদের, তাহলো –এদের পরিচালক থেকে শুরু করে কো-অর্ডিনেটর সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাস ফ্যাকাল্টির ছাত্র। নিজেরা ছাত্র হওয়ায় এরা খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারে।

এখানে প্রধানতঃ ওয়ার্ডস্টার লোটাস ও ডিবেস থ্রি প্লাস শেখানো হয়। প্রতিটি কোর্সের জন্যে বরাদ্দকৃত সময় ৩৬ ঘন্টা (সপ্তাহে ৩ দিন, ২ ঘন্টা করে মোট ৬ সপ্তাহ)। এর মধ্যেও যদি কোন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পুরোটা কাভার করতে না পারেন, তখন বাড়তি কিছু ক্লাস নেয়া হয়। তবে এর জন্যে আলাদা ফি দিতে হয় না।

আর হ্যাঁ, এদের কোর্স ফি মুটামুটি ট্যাণ্ডার্ড, অটিশ থেকে এক হাজার টাকা।

স্টারট্রেকের দক্ষতা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে গেলে যে কথাটি বলতে হয়, তাহলো – স্টারট্রেকের দুজন শিক্ষক বাংলা ভাষায় লোটাসের উপর সবচে সুন্দর বইটি বাজারে ছেড়েছেন ইদানিং। তাছাড়া ওয়ার্ডস্টারের উপরে এদের যে গাইড বইটি ছিল তাও ব্যবসাসফল। স্টারট্রেক প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে নিজস্ব ডিস্কেট সরবরাহ করে থাকে।

আমরা আলাপ করছিলাম স্টারট্রেকের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও "কমপিউটারে লোটাস ১-২-৩" বইটির একজন রচয়িতা জনাব কে, এম, শাহিনুর ইসলাম এর সাথে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন – মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রস্তাবিত সার্বিক সমন্বিত মান নিয়ন্ত্রন পরীক্ষাটি চালু করা উচিত। তাদের মতে বিসিসি একটি ফি এর মাধ্যমে এই পরীক্ষার আয়োজন করতে পারে এবং চাকুরীক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটই কেবলমাত্র বৈধ বিবেচিত হবে। প্রতিটি ট্রেনিং সেন্টারই তাদের শিক্ষার্থী তৈরী করার এবং নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত পরীক্ষায় অংশ নেবে। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বলেন – বিসিসি-র ভূমিকা যে আসলে কি সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

আমাদের দেশে কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলো চলছে একটি ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে। মুদীর দোকানের যেমন ট্রেড লাইসেন্স থাকে, তেমনি। এটার আলাদা কোনও গুরুত্ব নেই। স্টারট্রেক দাবী করেছে ট্রেনিং সেন্টারগুলোর জন্যে আলাদা অনুমোদন প্রয়োজন। কোন সেন্টারের যথাযোগ্য শিক্ষক আছে কিনা ওটা পরীক্ষা করে তবেই এই অনুমোদন দেয়া উচিত।

স্টারট্রেক একটি নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। তারা স্কুল পর্যায়ে বিনামূল্যে কমপিউটার পরিচিতি করাবে। কোন স্কুল আগ্রহ প্রকাশ করলে ৩দিনের একটি পরিচিতি মূলক প্রোগ্রাম এরা করে দেবে। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কমপিউটার সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে।

স্টারট্রেকের অফিস, ৫৩/১, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, (ফুজি কালার ল্যাবের পাশে)। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কিছু ছাত্রের এই প্রচেষ্টা একদিন সুন্দর একটি জনশক্তি গঠনে অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি।

সফট লাইন

কমপিউটার শিল্পে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুন প্রতিষ্ঠানটির নাম সফটলাইন। এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা এতই বিশাল ও সুদূর প্রসারী যে – এদের সবগুলো পরিকল্পনা সফল হলে দেশে বিপ্লবের পদধ্বনী শোনা যাবে। সন্দেহাতীত পরিমাণ যোগ্যতা ও আন্তর্জাতিক মানের আদর্শ নিয়ে '৯১ এর আগষ্টে এর যাত্রা। সফটলাইনের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে। ট্রেনিং তাদের মধ্যে একটি। এদের ট্রেনিং এর মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীল জনশক্তি তৈরী করা যারা পরবর্তীতে সফটলাইনের বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করবে। ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী যারা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তারা সফটলাইনের প্রজেক্টে জয়েন করেছেন।

দেশে কমপিউটারের উপর চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রম অনেকটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে কতটা বৃহদাকারে শুরু হয়েছে, সেটা বুঝানোর জন্যেই বিস্তারিত তুলে ধরলাম।

প্রথমেই বলতে হয় এদের কাজের পরিবেশ। মিরপুর রোডে লালমাটিয়ায় "আড়ং" ভবনের পাচতলায় এর সুসজ্জিত অফিস। অত্যাধুনিক ক্লাসরুম। প্রত্যেকের জন্যে একটি কমপিউটার, প্রতিটি কমপিউটার ২ মেগাবাইট রেম ও ৪০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক সম্পন্ন। বাংলাদেশে এরাই সবচে বেশী সময় নিয়ে থাকে ট্রেনিং-এর প্রতিটি কোর্সে। ওয়ার্ড প্রসেসিং বা স্প্রেডশীট-এ এদের বরাদ্দকৃত সময় ১৫০ ঘন্টা ও তদুর্ধ।

প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের জন্য সময় ৩০০ ঘন্টা প্রোগ্রামার/ট্রেইনার ট্রেইনিং-এ ৪০০ ঘন্টা বা তদুর্ধ।

সফটলাইন চারধরনের কোর্স প্রদান করে থাকে।

১। বিগিনার কোর্স ২। স্কীল ডেভেলপ কোর্স–এতে রয়েছে প্রোগ্রামারস কোর্স, ট্রেনার্স ট্রেনিং প্রফেশনাল কোর্স। ৩। ক্যারিয়ার কোর্স – এতে রয়েছে ১০ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স ও প্রফেশনাল রিফ্রেশার কোর্স। ৪। ইনস্টিটিউশনাল কোর্স – প্রয়োজন অনুযায়ী এটার রূপরেখা প্রনয়ন করা হয়।

ভবিষ্যতে ট্রেনিং-এর উপর তিনটি পরিকল্পনা রয়েছে এদের।

১। '৯২ এর জুন-জুলাই থেকে সমস্ত এপ্লিকেশন প্যাকেজগুলো কমপিউটার-ভিত্তিক ট্রেনিং (সিবিটি-কমপিউটার বেজড ট্রেনিং) এর আওতাভুক্তকরণ। এতে ডিস্কটিউটর শিক্ষার্থীকে শেখাবে এবং পরীক্ষা নেবে। অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতিও চালু করা হবে। ছাত্ররা ভিডিও নিয়ে গিয়ে বাসায় বসেও শিখতে পারবে।

২। প্রোগ্রামিং কোর্সগুলোর সময়সীমা চারমাসে বৃদ্ধিকরণ এবং সিবিটি প্রবর্তন। তখন এক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থী ৪০০ ঘন্টা সময় পাবে। মজার ব্যাপার হলো, কেউ যদি এই কোর্স করে উপকৃত না হন, তবে তার ১০০ ভাগ কোর্স ফি ফেরত দেয়া হবে।

৩। বয়স্ক কমপিউটার শিক্ষা প্রবর্তন। এদের এই কোর্সগুলো ইতিমধ্যেই সাজানো হয়ে গেছে। এরা কিছুদিন আগেই নেপালের কাঠমুণ্ডুতে এর উপর একটি আন্তর্জাতিক কমপিউটার কোর্স পরিচালনা করে সফল হয়েছে।

এছাড়াও সফটলাইনের রয়েছে সফটওয়্যার ডিজাইন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট, কনসাল্টেন্সি, ডাটা প্রসেসিং এণ্ড ডাটা এন্ট্রি অপারেশন।

আমাদের সাথে আলাপকালে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার এস, এম, মফিদুল হক বলেন – "মাসিক কমপিউটার জগৎ" প্রস্তাবিত স্টাণ্ডার্ড ক্যারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। নতুবা কমপিউটার শিক্ষার মান হ্রাস পাবে, উদ্বেগ বাড়বে এবং শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহনে দ্বিধান্বিত হবে। আমরা এধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবো এবং সকল প্রকার সহযোগিতা দেবো।

তিনি আরো বলেন স্থানীয়ভাবে ডেভেলপড্ সফটওয়্যারের এক্ষুনি কপিরাইট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত; নতুবা সফটওয়্যার ডেভেলপারদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। উপরন্তু আমাদের দেশ এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি থেকে বঞ্চিত হবে। আর তাছাড়া সকল সফটওয়্যার ডেভেলপারদের রিকগনেশন অবশ্যই থাকা উচিত। সরকারকে এক্ষুনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

তালিকা ভুক্তকরণ

আমরা বাংলাদেশের কমপিউটার ট্রেনিং স্কুলগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। এতে ক্যাটালগ আকারে স্কুলগুলোর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং কোর্সের বিবরণসমূহ ছাপানো হবে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকদেরকে ডাক মারফত উপরোক্ত তথ্যসমূহ নিজস্ব ছাপানো প্যাডে নিম্নঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এর জন্য কোন রকম ফি প্রদান করতে হবে না।

খামের উপর " তালিকা ভুক্তকরণ" কথাটি লিখে দিবেন।

সম্পাদক
মাসিক কমপিউটার জগৎ
১৪৬/১ আজিমপুর রোড
ঢাকা – ১২০৫, ফোন : ৫০৬৪৮৫

তবে জনপ্রিয় এপ্লিকেশন প্যাকেজ এবং সফটওয়্যার ডেভেলপারস টুলগুলো অন্ততপক্ষে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কপিরাইট আওতার বাইরে রাখা উচিত। কমপিউটারায়নে এবং এর প্রসারের জন্য এটা অতীব প্রয়োজন।

মিঃ মফিদুল হক বাংলাদেশে সফটওয়্যারের উপর প্রচুর কাজ করেছেন। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ীও বটে। দেশে কমপিউটার শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে তিনি বলেন – যদিও সস্তা শ্রম এবং জনশক্তির দেশ বাংলাদেশ, তবুও সরকারী নীতিমালা বিদেশী বিনিয়োগকারী বা যৌথ উদ্যোক্তাদের জন্য আগ্রহ উদ্দীপক নয়। তাছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে কেউ এক্ষেত্রে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। ভাটা এন্ট্রির প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও এ পর্যন্ত সরকার কোন সফল উদ্যোগ নিয়েছেন বলে আমার জানা নাই। এ ব্যাপারে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সরকার এক্ষেত্রে একটি ডাটা প্রসেসিং হাউজ স্থাপন করতে পারে এবং সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা দিয়ে গার্মেন্টস্ শিল্পের মতো এ শিল্পও গড়ে তুলতে পারে।

সফটলাইনের সবচে বড় যে সমস্যা তা হলো – তাদের কোর্সগুলোর জন্যে যোগ্য শিক্ষার্থীর অভাব আসলে এদের সবগুলো কোর্স প্রফেশনাল স্তরের। অতি উচু মানের ট্রেনিং যারা নিতে চান তারা নিশ্চিন্তে এখানে আসতে পারেন। তবে যারা কেবলমাত্র সার্টিফিকেটের আশায় বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হচ্ছেন তাদের সফটলাইনে না আসাই ভালো। সত্যিকার অর্থেই যাদের কমপিউটারের প্রতি গভীর আগ্রহ আছে, তাদেরই উচিত এখানে আসা।

আমরা এ প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতি কামনা করছি। '৯২ এর মার্চে সফটলাইন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা কিছু গ্রাজুয়েটকে প্রোগ্রামার/ইনষ্ট্রাক্টর হিসেবে চাকুরী দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন। ●

WHICH COMPUTER TO BUY ?

YOU already know the answer ! A really GOOD Brand at a price affordable to most buyers . And we have it for most buyers . Its

LINGO BRAND COMPUTERS.

LINGO is the High Quality PC that earned the rare fame of WINING as many as FIVE PRESTIGIOUS INTERNATIONAL COMPUTER AWARDS !

As the DISTRIBUTOR of LINGO Computers in Bangladesh, we are offering its full range of configurations (some configurations available in ready stock) :

LINGO Express L Series : 286-16/20, 386SX-16/20,
LINGO Classique Series : 386-25, 386-33, 386-40,
LINGO TOWER Series : 386-25, 386-33, 386-40,
LINGO VISA Series : 486SX-20, 486-25, 486-33,
LINGO NOTE BOOK Series : 286-16, 386SX-16/20

With AMI or AWARD BIOS, 1 to 16 MB RAM, 40 to 660 MB HD and ALL types of Displays, PLUS the option for our

ABAHA BANGLA SOFTWARE

the only Bangla Software that offers the facility to run DIRECTLY in Bangla most of the standard softwares like Wordstar,WordPerfect, dBASE, FOXBASE, FOXPRO, ASEASY (LOTUS Clone) etc., including the facility of programming in Bangla !

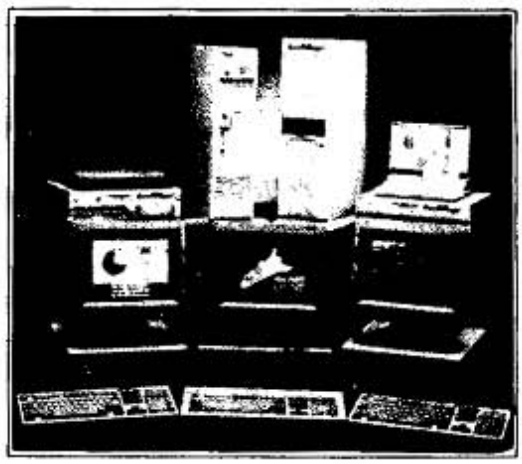

We are also the distributor of U.S.A. made MEGAPLUS Brand Computers at very competitive prices.

Automation Engineers.

(DISTRIBUTOR OF LINGO COMPUTERS)
2/4 Humayun Road, Block B, Mohammadpur, Dhaka, Tel : 323127